শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

দেহি চরণে শরণং

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত

উদ্ধব সংবাদ নামক গ্রন্থ ॥

গৌড়িয় সাধুভাষায় পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

বিরচিত হইয়া

ইদানীং

শ্রীগৌরীশঙ্কর পালের অনুমত্যানুসারে

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

সন ১২৬২ সাল তারিখ ৬ আশ্বিন

অথ গ্রন্থারম্ভঃ	১
অথ শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবে কথা	৪
উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন	৫
শ্রীমতী উদ্ধবে বাক্য ব্যয়	১৫
অঙ্গদেবীর উক্তি	১৮
সুদেবীর উক্তি	২১
চিত্রের উক্তি	২৪
বিশখা উক্তি	২৮
চম্পক লতার উক্তি	৩১
ললীতার উক্তি	৩৪
কৃষ্ণকালী উপাখ্যান	৩৬
রাধাকৃষ্ণের মন্ত্রণ	৪১
একত্রিংশত অক্ষরে রাধার স্তব	৪৩
কৃষ্ণকালী রূপ ধারণ	৪৬
আয়ান কর্ত্তৃক কালীর স্তব	৪৮
উদ্ধব প্রতি বৃন্দে দুতীর উক্তি	৫১
বৃষ্ণকাণ্ডারি উপাখ্যান	৫২
বৃন্দাবন হইতে উদ্ধবের বিদায়	৫৭
উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বৃজের সংবাদ দেন	৫৮
শ্রীকৃষ্ণের খেদ	৬১

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।
শ্রীচরণ ভরসা।
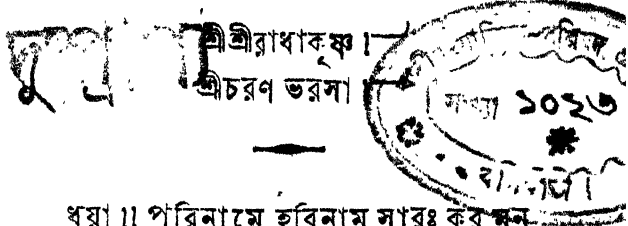
ধূয়া ।। পরিনামে হরিনাম সারঃ কর মন আমার। কোনছার কলেবর ভরসা কিতার

তংনমামি কৃষ্ণ চন্দ্র গোপইন্দ্র নন্দনং ॥ কংসারি কেশব নবনিল কান্তি সোভনং। জলদ সদৃস কৃস পীতবাস পিন্দনং ।। পুতুনা ঘাতক বক হিড়ম্ব চ মর্দ্দনং। চুড বেড়া হার গুঞ্জ শীখি পুচ্ছ বন্দনং ॥ নবনিত ভাণ্ডকর নটবর সুন্দরং। শ্রীঅঙ্গে চর্চ্চিত শুসোভিত শ্বেত চন্দনং ॥ হে গোবিন্দ অরবিন্দ নিন্দি তব চরণং। জয় রাম বন্দে ছন্দে দেহি পদে শরণং ॥

অথ গন্থারম্ভঃ।

ধুয়া। মথুরায় সুখে সখি নহে মন। বাকাঃ নটবর শ্যাম, ভাবেন অবিশ্রাম; সুখ ময় বৃন্দাবন ॥ ধ্রুং।

পয়ার। কুব্জার সঙ্গে রঙ্গে পালঙ্ক উপরে।
শয়নে ছিলেন কৃষ্ণ বিরল মন্দিরে॥ পিকরব
মাধব শুনিয়ে মূর্চ্ছাগত। মনেহলো ব্রজ বালার
মিলে খেলা যত। বিরহে অধৈর্য্য হৈয়া শয্যা-
পরি হরি। উঠিলা গোপনে মনে পড়্যা রাধা
প্যারি২॥ ভাবেন বাহিরে এশে বসে অধমুখে
প্রিয়সঙ্গ এসে দেখা দিলেন সমুখে॥ উদ্ধবে
আদর ধরে দুইকর। বইসে২ বলিয়া বশান
বংশীধর॥ উদ্ধব বলেন চিন্তা যুক্ত কেন। কৃষ্ণ
কন যে কারণ তুমি কিনা জান॥ চূড়া ধড়া পীত
বাস তেজে কুঞ্জবনে। প্রেমে অনুরাগি যে রাধার
মনে॥ কোথা সে প্রিয়সী বৃক ভানুর কুমারী।
ললিতে বিশখা কোথা বৃন্দা সহচরি॥ প্রমাদ
ঘটীল ভালো এলে মথুরায়। রাজ্যধন দেখে
মন ভোলে নাক তায়। অকারণ সিংহাসন রত্ন
অলঙ্কার। চন্দ্রমুখি বিনে দেখি সব অন্ধকার॥
বৃন্দাবনে রাধা রাজার কোটালি সেভাল। মথু
রাতে রাজ্যপদে বিসাদে প্রাণ গেল॥ বজের

পথের ধূলি মাখিতাম গায়। দুখানল সকল শী তল হইত তায় ॥ মথুরাতে চন্দনেতে স্নিগ্ধ না হি হয়। বৃষভানু কন্যার কৃশানু তনুময় ॥ রয়্যা রয়্যা মনে পড়ে শ্রীদামের শ্রীমুখ। কিবে হাশী দিবে নিশী ব্রজেতে কি সুখ ॥ ধবলি শ্যামলি কোথা ধেনু বৎস আর। সখাগণ কে কেমন আ ছয়ে আমার ॥ আমি ছিলাম নন্দ রাণীর নয়- নের তারা। চক্ষে২ পলকে২ হতেন হারা ॥ আ মার বিহনে প্রাণে কেমনে বাঁচিল। পিতা নন্দ কেন্দে অন্ধ আছে কি মরিল ॥ প্রাণমন যৌবন শ্রীমতি দিলে দান। তারে প্রাণে বধিলাম কি ক ঠিন প্রাণ ॥ স্বজ্ঞান সাধারণ ধন হয়ে আছে। ব্র জবালার লিলেখেলা ফুরাইয়া গেছে। উদ্ধব ক হিছে ব্রজে হরি হারা রোগ। সম্বল শ্রীকৃষ্ণ নাম ঔষধ প্রয়োগ ॥ অতি প্রায় বোঝাযায় দেখিতে কে যায়। তুমি হে যাকর কৃষ্ণ তাই লোভাপায় ব্রহ্মাদির বুদ্ধি সাধ্য বর্ণনা না হয়। মোক্ষধাম কৃষ্ণ নাম জয় রাম কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবে কথা।

ধুয়া। উদ্ধব হে তুমি যাও একবার শ্রীরাধার সঙ্গেতে। রাধে আছে কি মরিলঃ না জানি কিহলোঃ অলি হলোঃ স্বরআঘাতে॥ ধ্রুং।

ত্রিপদী। উদ্ধবেরে সঙ্গোপনে, কৃষ্ণ কন কানেং বৃন্দাবনে জাহ একবার। বহুদিন আসি আছি, রাজ্য ধনে ভুলেআছি; প্রাণে বাঁচি মুখ চায়ে কার॥ গোপবৃন্দ ছিল যারা; গোবিন্দ হইয়ে হারা, তনু জ্বরা প্রাণ অবশেষ॥ কোনো দিগে না চাহিয়ে কারে কিছু না কহিয়ে, নন্দালয়ে করিবে প্রকাশ। বুঝিবে সবার মন, ভালবাসে কে কেমন; কে আপন কেবা করে দ্বেষ॥ সবার চরিত্র দেখে; যশোমতী জননীকে বুঝাইবে হিত উপদেশ। নন্দ উপনন্দ আর; আভিরির পরিবার, সবাকার সুধাবে কুশল। সবারে প্রবোধ দিয়া, আমার বারতা লয়ে, জানাইবে মঙ্গলামঙ্গল এই মতে বৃজ পুরে, যথা যোগ্য সবাকারে, বল আশীর্ব্বাদ নমস্কার। ব্রজে রাধা রসবতী; করি

য়ে মিনতি স্তুতি, এই পাঁতি করে [illegible] তাঁর ॥ ভা গ্যা ছিলা ভেঙ্গে গেলো, রাধারে [illegible] [illegible] বলো চিকন কালো চিহ্নিত তোমার। রাধার প্রেম ধ রিতে, বিকায়েছি দাসখতে, ললিতে বিশখা সাক্ষি তার ॥ রাধাসঙ্গে রজনীতে, হস্ত দিয়ে ম স্তকেতে; রাধা প্রেমে করি সত্য পণ। যেখানে সেখানে রই, জানি না শ্রীরাধা বই, ছাড়া নই রস বৃন্দাবন ॥ শ্রীদাম সুদাম আর; বৃজ শিশু সবাকার, সমাচার আনিবে সকল। বুঝিবে স বার মন, দেখিবে সে বৃন্দাবন, আছে কেমন বেহারের স্থল। চিত্রে চিত্র রেখা আদি বৃজঙ্গনা গণে যদি, অভিমানে কোন কথা কয়। হইয়ানা বিরূপতাহে, মনের জ্বালাতে কহে, ভার সহে ভারি যেবা হয়॥ এই কথা বল্যা কয়ে, উদ্ধবে বি দায় দিয়ে, চলিলেন কুব্জার আলয়। মিয়ি দিন, ক্ষন্তসানে, রেখো২ শ্রীচরণে, স্বকরুণে জয়রাম কয়

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন।

ধুয়া ॥ চল বৃন্দাবন, শ্রীরাধা চরণ, দরশন,

যদি বাঞ্ছাথাকে। পরম ব্রহ্ম ময়ি তিনি; ব্রহ্ম শূল পাণি, চিন্তামণি আদি চিন্তে জাঁকে॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণের পাদ্দ পদ্ম বন্দিয়ে মস্তকে চালাইয়া দিল রথ বৃন্দাবন মুখে॥ ত্বরিত গমনে গেল যমুনার তির। অটব্যা উত্তীর্ণ হইল আনন্দে অস্থির॥ পথে যাইতে উদ্ধব বিচার করে মনে। বৃন্দাবন বাসীগণ দেখিব নয়নে॥ দেখিব ভাণ্ডির বন নিকুঞ্জ কানন। কৃষ্ণভক্ত গণেরে করিব দরশন॥ দেখিব শ্রীদাম আদি ব্রজ শিশুগণ যশোমতী নন্দেরে করিব নিরীক্ষণ॥ এদেহ পবিত্রহবে জনম সফল। নিরখিব কমলিনীর চরণ কমল॥ ভাবিতেং পথে করিল গমন। নন্দের দুয়ারে রথ দিল দরশন॥ ব্যস্তহয়ে দেখে যাইয়ে ব্রজবাসী সব। অবয়ব মাধব আকৃতি সে উদ্ধব॥ নাহি কিছু ভেদাভেদ অভেদ আকার। নন্দের চরণে আসি কৈল নমস্কার॥ কৃষ্ণ ভেবে উদ্ধবে কোলেতে কর্য়া কয়। বলে কৃষ্ণ তোমার এমন কঠিন হৃদয়॥ ঘরে মরে নন্দরাণী! আমি মরি

গোঠে। বিধুবয়ান না দেখিয়া প্রাণ কেন্দে উঠে দেখ এসে নন্দরাণী আনন্দ উদয়। হারাধন কৃষ্ণ ফিরে এলো নন্দালয়॥ এলোথেলো কেশ বেশ পাগলিনীর প্রায়। নন্দরাণী কেন্দে বলে কোথা কৃষ্ণ আয়॥ উদ্ধব বলেন মাতা কৃষ্ণ আমি নই। শ্রীকৃষ্ণের নফর নিকটে সদা রই॥ পাদুকা প্রস্তুত করি থাকি আজ্ঞাকারি। অনুগ্রহ করে সখা বলেন শ্রীহরি॥ বৃজের মায়াতে কৃষ্ণ সর্ব্বদা চঞ্চল পাঠাইলেন সুধাইতে মঙ্গলা মঙ্গল॥ রাজ্যধনে ধৈর্য্য নাই বলেন এই কথা। কেমন আছেন পিতা যশোমতী মাতা॥ আসিবেন বৃন্দাবনে গোবিন্দের মন। রাজ কার্য্যে সমস্ত দিবস ব্যস্ত রণ॥ যশোমতী বলে যদি আমার কৃষ্ণ হতো। ত্যজে রাজ্যশত কার্য্য এসে দেখা দিত॥ দেবকী জননী তার বসুদেব পিতে। নন্দালয়ে এসেছিল সকার্য্য সাধিতে॥ সে কেন আমার হবে আমি কেবা তার। এতবলে পড়ে রাণী করে হাহার॥ ধরেতোলে উদ্ধব বয়ানে দেয় জল। রাণী

বলে প্রাণকৃষ্ণ কবে পাব বল ॥ প্রবোধ না মানে রাণী ধরণী লোটায় । অশ্রুজলে নন্দের সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যায় ।গৃহেতে তিষ্ঠীতে নারি যুড়াতে যাই গোঠে । বৃজবালকেরে দেখে প্রাণ কেন্দে উঠে কৃষ্ণ হারা তনু জ্বরা প্রাণে মরা সব । কি দেখিতে কি সুধাতে এসেছ উদ্ধব ॥ যশোদারে সান্তনা করিয়ে প্রাণ পণে । বসাইলেন উদ্ধবেরে উত্তম আসনে ॥ সুবাশীত নীরে করে পদ প্রক্ষালন । যথা বিধি সন্ধ্যা আদি কৈল সমর্পণ॥ বসিলেন উদ্ধব আদরে পরিতোষ । মিষ্ট অন্ন সহস্তে যো গায় নন্দ ঘোষ ॥ আঁচমন মুখ শুদ্ধি কৈল সমা র্পণ । অপূর্ব্ব শয্যাতে সুখে করিলা শয়ন । নন্দ যশোমতী আসি বসিলেন পাশে । কৃষ্ণের কুশ ল কথা যশোদা জিজ্ঞাসে ॥ নন্দরাণী বলে বা ছা আমার দিব্য লাগে । যে কথা জিজ্ঞাসা করি বল আমার আগে ॥ মথুরাতে কি সুখেতে আ মার কৃষ্ণ আছে । ক্ষুধা হলে মা বলে দাণ্ডায় কারকাছে ॥ যখন আসিত কৃষ্ণ ননী দেমা বলে

গৌরবে অধৈর্য্য হয়ে করিতাম কোলে ॥ বিধু মুখে চুম্ব খেতেম ভাবিতাম অন্তরে। আমা সমা ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে ॥ হতভাগ্যে হারা ইলাম সে নিল রতনে। তবেবল কিসয়ে বঞ্চিব বৃন্দাবনে ॥ যে পথে গিয়াছেন কৃষ্ণ অক্রূরের রথে। অভাগি যশোদার প্রাণ জাঙ্গ সেই পথে এতবলে ধরাতলে পড়ে নন্দরাণী। উদ্ধব কাত রে ধরে চরণ দুখানি ॥ কেনমাতা যশোদে বি ষাদে ত্যজ প্রাণ। দেখদেখি একবার মুদিয়া নয়া ন॥ ধড়াপরে চূড়াবান্ধা বন মালা গলে। দেখা পাবে শ্রীকৃষ্ণেরে হৃদয় কমলে ॥ রাণীবলে সদা কৃষ্ণ করিতাম কোলে। সে সাধ পুরিবে কিসে মা নসে দেখিলে ॥ দধি দুগ্ধ নবনী মাখন ক্ষির স্বর। মাগিত প্রাণের কৃষ্ণ যুড়ি যুগল কর ॥ মুনি ঋষি গণে আমি বলিত সদাই। হে যশোদে তোমার ভাগ্যের সিমানাই ॥ কি সাধনে কৃষ্ণধনে পাই য়াছ কোলে। আনন্দে ভাসিতঅঙ্গ নয়নের জলে দেবকী রহিল দেখ সে সুখ সম্পাদ। ফিরেনা আ

ইগ কৃষ্ণ করে কংসবধ ।। কয়ে ছিলেন কর্ণ মুনি কর্ণেতে আমার । কংসধ্বংস করিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার ॥ এক্ষণে হইল বোধ অবোধ নন্দন । জানা গেছে বিশেষ কথা করিয়ে গোপন । কংস ধ্বংস কারা মাত্র উপলক্ষ তার । বৃজপুরী বধিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার ॥ কংসের সংহার তার অভিলাষ নয় । জ্বালায়েছে হুতাশন বৃন্দ বনময় ।। বৃজবাসী ভস্মরাশি করে দুঃখানলে । পলায়েছে মাখন চোরা মথুরা মণ্ডলে ।। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ধনে কবে পাব আর । সাজাব মনের সাধ শ্রীকৃষ্ণে আমার ॥ আঁকা বাঁকা ছাঁদে বেদে মোহনি এচূড়া কাকে করে লয়ে যাব গোপীকার পাড়া । এমন সুদিন পুনঃ হবে কি আমার । অশ্রুজলে ভেষে চলে অঙ্গের দৃধার ॥ করে ধরে উদ্ধবেরে কহে নন্দরাণী । দেখাও সে কৃষ্ণধনে বৃন্দাবনে আনি মাখন চুরী করেছিল এই অপরাধে । রেখেছিলাম শ্রীকৃষ্ণেরে দৃটি করে বেঁধে ॥ একেত অবলা তাহে গোপের অঙ্গনা । আমি কি বুঝিতে পারি

কৃষ্ণের করুণা॥ একদিন করেছিল মৃত্তিকা ভক্ষণ গোকুলে সকলে জানে নহে সে গোপন ॥ মন দুঃখে দুইকর ধরে বাম হাতে। উঠাইলাম জষ্ঠী কৃষ্ণে প্রহার করিতে॥ কেঁন্দে কৃষ্ণ বলে মাগো মেরোনা আমাকে। ব্রজ গোপার মিথ্যা কথা না খাই মৃত্তিকে॥ সঘনে বদনে বহে রোদনের ধার। দেখাইল বিধুমুখ করিয়া বিস্তার॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখি কৃষ্ণের উদরে। অভাগিনী চিনিতে নারিলাম তবু তারে॥ একদিন রেখে ছিলাম উ দখলে বেঁধে॥ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ লীলে হইল যে স্ম রণ। কোথা কৃষ্ণ বলে রাণী করিছে রোদন॥ উদ্ধ ব বলেন মাতা ত্যজ শোক মন। দেখাপাবে পুনর্ব্বার তোমার কৃষ্ণধন॥ রাণী বলে কবে এম ন হবে সুপ্রভাত। দিব্য কর উদ্ধব আমার শিরে দিয়ে হাত॥ উদ্ধব বলেন মাতা সত্য অঙ্গিকার শ্রীকৃষ্ণেরে তোমারে দেখাব একবার॥ এইমতে সান্ত্বনা করিয়ে নন্দ রাণী। কহিতে২ কথা প্রভা রজনী॥ প্রভাতিক কর্ম্ম ধর্ম্ম করে গমাধান। স-

বে যায় যমুনায় করিবারে স্নান॥ উদ্ধব বসিল বংসি বটের নিকটে। উপনীত গোপীগণ সেই কেশী ঘাটে॥ মাধব স্বরূপ রূপ দেখিয়ে উদ্ধবে দূরে থাকি যত সখা মনেং ভাবে॥ এত দিনে বৃন্দাবনে ফিরে আইল হরি। বৃন্দে বলে কি আনন্দ চলং হেরি॥ চিত্ররেখা বলে যদি হতো বংশিধারি। থাকিত বিনোদ চূড়া মোহন বাশরী॥ রাধার সখা অঙ্গ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে। গেল দেখা এ যে বাকা নহে কোনক্রমে॥ দূতি কৃষ্ণক নয় হবে কেহ অন্য। এতশুনি কমলিনী ধরা দেখে শূন্য॥ পড়ে শূন্য বৃন্দারণ্য বেহারের স্থল। সুখাইয়ে শীর্ণ হইল শ্রীমুখ মণ্ডল॥ রাধা বলে সাধের কৃষ্ণ কোথা গেল ছেড়ে। এত বলে শোকাঙ্গলে ধরাতলে পড়ে। ধরাধরিকরে ধরে তোলে গোপীগণ। বৃন্দে বলে চন্দ্রমুখি হইল এ কেমন। ময়ুর পাখের পাখা জলে ভিজাইয়ে। নলিতে বাতাস দেয় নৈরাস হইয়ে॥ কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই। কেহ

বলে রোগ পীড়া সকলি কানাই॥ কেহ২ বলে মূর্চ্ছাবাই আর কিছু নয়। বিশখা বলিছে দেখ ভাগ্যেতে কি হয়॥ হাত ধরে দেখে শোকে যায় গড়াগড়ি॥ অঞ্জলি২ জল দিতেছে মাথায়। কেহ বলে কমলিনীর স্বস্থানে নাই নাড়ি॥ অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতেছে মাথায়। কেহ বলে মলো রাধে কৃষ্ণ প্রেমের দায়॥ হুতাশে চৈতন্য গেছে পড়ে আছে ভূমে। ষোলকলা পরি পূর্ণ সুবর্ণ প্রতিমে॥ কোথা কৃষ্ণ বলে ঢলে পড়ে রাই রূপসী। কুঞ্জে যেন অকস্মাৎ পাত হৈল শশী॥ উদ্ধব আশ্চর্য্য দেখে অন্তরে দাণ্ডায়ে। রত্নবৃক্ষ পড়ে যেন মূল উপাড়িয়ে॥ কোলেকরে রাধারে সাদরে গোপীগণ। আশাদানে কণ্ঠেএনে বসায় জীবন॥ হতবুদ্ধি উদ্ধব দেখিয়ে রাধার ভাব। মনে ভাবে মাধবের কঠিন স্বভাব॥ অবিশ্রাম কৃষ্ণ নাম জপে কর্ণ মূলে। চৈতন্য রূপিণী সচৈতন্য হয়ে বলে॥ উদ্ধবের আগেতে আসিয়ে গোপীগণ। কৃষ্ণের বারতা কথা শুনাবার মন॥ প্রকারে

জিজ্ঞাসা করে বৃন্দানামে দূতী। কি নাম ধরহ কহ কোথায় বসতি॥ কে পাঠালে বৃন্দাবনে কি কারণেএলে। তোমারে জিজ্ঞাসা করে গোপীকা সকলে॥ উদ্ধব বলেন আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস। উদ্ধব আমার নাম মথুরাতে বাস॥ কংসেরে বধিয়ে দিয়ে উগ্রসেনে ছত্র। রাজকার্য বিমর্ষ দিবস কিবা রাত্র॥ ভাবে মনে বৃন্দাবনে আছে কে কেনন। চন্দ্রমুখি চিন্তিয়ে বিবর্ণ হৈল মন॥ বলে সদা কোথা রাধা রঙ্গিনী আমার। পাঠাইলেন গোকুলে জানিতে সমাচার। কমলিনীর কটাক্ষ প্রভাব লাভ দেখে। জানিলেন ভাবে এই হবে শ্রীরাধিকে॥ রাধারে প্রণাম করে কহিছে উদ্ধব সর্ব্ব সুকুশলে আছেন তোমার মাধব॥ রাজ্যধন সিংহাসন তাহে নহে মন। সদা মনে বৃন্দাবনে কে আছে কেমন॥ যত্নকরে আমারে পাঠালেন বংশীধারী। শুভাশুভ কি তব স্বরূপেকহ প্যারী জয় রাম দ্বিজ কয় ওহে নারায়ণ। না জানি ভকতি স্তুতি গতি ও চরণ॥

শ্রীমতী ও উদ্ধবের বাক্যব্যয় ।

রাগ ঝিঁজিট তাল বৃন্দাবনি আড়া ।

ধুয়া । উদ্ধব কওহে মাধবের সমাচার । শ্যামের কেমন রাজত্ব, কতো বা মহত্ব, কেমন বসিভূত সজ্জার ॥

ত্রিপদী । শ্রীমতী করুণা কয়ে; কহিতেছেন উদ্ধবেরে, নটোবরে কহ সমাচার । যহেনা সে সমিরণ, নাচেনা ময়ুরী গণ; বৃন্দাবন দিবসে আঁধার সঞ্জবনে রাধানাথ; আমার মস্তকে হাত, দিয়ে করেছিলেন সপত । বলে ছিলেন বিধু মুখে, ছাড়ানহি রাধিকাকে, সঙ্গে লিখে দিয়ে দাস খত লীলাখেলা কোথা এখন, শুন্য পড়ে সঞ্জকানন মদন মোহন হইলো সজ্জার । সেনিশা পোহাবে কবে; বুকে লয়ে সে মাধবে, গোপী সনে বাড়াইলে ভাব । সে ভাব ভঞ্জন হলো; দেখ কোথা কে রহিল, আমার কলঙ্ক হলো লাভ ॥ বংস রাজার দাসী এসে, অৰ্দ্ধ সিংহাসনে বসে, বর্দ্ধ রাজে লোকে যখন কহে । আমার কৃষ্ণ আমি

জানি, কুব্জা হৈল আদরিণী, কমলিনীর প্রাণে কত সহে ॥ গৃহেতে রহিতে নারী; মনে পড়ে বাঁকা হরি; সণপুরী গোকুল মণ্ডল । নয়নে সম্বরি বারী; ভেবে হরি প্রাণহরি; কোথা হরি সত্য করে বল ॥ রাধার অগ্রেতে এসে; উদ্ধব করুণা ভাষে, বাক্যে তোষে করে যোড কর । কৃষ্ণ বিলাসিনী তুমি, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের প্রমি, ভৃত্য আমি জানি পূর্ব্বাপর ।। কানু রাধা রাধা কানু; উভয় অভেদ তনু; বৃষভানু কুমারী শ্রীরাধে । যথন বাসনা হবে, মানসেতে নিরখিবে; দেখাপাবে সেই কালাচাঁদে ।। রাধা বলেন হে উদ্ধব, কিজানাবে জানি সব, সে মাধব কুঞ্জ ছাড়া নয় । তবে পশু পক্ষ গণে, চাহিয়ে মথুরাপানে; কি কারণে উর্দ্ধ মুখে রয় ।। দাণ্ডাইতেন চিকন কালা, আলোকরে কদম তলা, বৃজ বালা হেরিতাম তায় । গলে দিয়ে বনমালা, করিতাম কত খেলা; এজ্বালা মানসে কি সে যায় ।। এক দিন সে কালিয়ে আসি বলে আসাদিয়ে, বলে কয়ে না আইল

আর। চন্দ্রাবলি পথে পেয়ে, রেখেছিল ভুলা ইয়ে, কাটে হিয়েশুনে সমাচার। রোদনে রজ নী গেল, প্রভাতে চিকন কাল; স্বপ্নে এল এলথে ল বেশ। কোথা বাঁশী পিতধড়া, কোথা বা মো হন চূড়া, গুঞ্জছড়া বেড়া চাচর কেশ॥ আমি ছি লাম মানে বসে; শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে এসে, বাক্যে তুষে না ভাঙ্গিল মান। রোদনে বদন ভারি, কে ন্দে কহে বংশীধারি, চাহ প্যারি তুলিয়া বয়ান অভিমানে মুগ্ধ হয়ে, শ্যামের পানে না চাহিয়ে দিলাম থিয়ে মান তরঙ্গেতে। কৃষ্ণ হয়ে কর্ণধার সেমান তরঙ্গে পার; করেছিলেন রাধার প্রেমে তে॥ মনে২ ভেবে ছিলাম, কালা চাঁদের দাসী হলেম, রেখেছিলেম করে ধরে চাঁদ। গোপনে তে ক্রমে২, মজেছিলেম কৃষ্ণ প্রেমে; এত শ্রমে না পূরিল সাধ॥ কৃষ্ণ হারা দুঃখানলে; অবিরত অশ্রু জলে; ভেসে চক্ষে অঙ্গের দুধার। উদ্ধব ক রুণা ভাবে; আসিবেন এ আশ্বাসে; বাক্যে তো

যে অন্তরে রাধার ।। কমলিনী মনে ভাবে; আমার সঙ্গেতে কবে, সে মাধবে আসিবে উদ্ধব। করেতে মোহন বাঁশি, দাঁড়াবে নিঙ্গঞ্জে আসি; কাল শশী রাধার মাধব ।। উদ্ধব কহিছে তব; নটবরে এনেদিব; কেন ভাব কমলিনী রাই। সঙ্গার কি সোহাগে, রাধার প্রেম দিলে ভেঙ্গে, কবো আগে মথুরাতে যাই ।। রাধাবলে হলো২, করিবে হিত জানাগেল, চিকন কাল কার বাধ্য নয়। উদ্ধব ভাবিছে মনে, কৃষ্ণ হারা এ আগুণে আনে২ বেঁচে গেলে হয় ।। কৃষ্ণ রঙ্গরস নিলে; বর্ণ না করিতে গেলে, কোন কালে পরিশে না হয়। রাধারে পশ্চাৎ করি; অঙ্গদেবী সহচরি, ভঙ্গি ভাবে উদ্ধবেরে কয় ।। কে আসিতে সেধেছিল, কেন সে চিকন কাল, বৃজে এলো ঘটাতে প্রমাদ। ভেবে জয়রাম বলে, কেহনাই ভূমগুলে, চরণ তলে রেখো কালাচাঁদ ।।

শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনা ও অঙ্গদেবীর উক্তি।

রাগ মল্লার তাল পঞ্চ সওয়ারি।

ধুয়া। রাধার রৈলমনে২ জাগিয়ে, দিয়েগেল দুঃখ যত নন্দসুত কালিয়ে, রাজার নন্দিনী রাধে, তনুত্যজে পরিবাদে; ডুবেছে কলঙ্ক হ্রদে, কালাচাঁদের লাগিয়ে ।।

পয়ার। ধরেহাত পশ্চাৎ করিয়ে কিসোরিকে কহিতেছে অঙ্গদেবী উদ্ধব সন্মুখে ।। এক মুখে গোবিন্দের গুণ কবকত। ছলে অসি গলে দেন পেলে অনুগত।। সাক্ষি তার শ্রীরাধার দেখহ দুর্গতি। কালাভেবে কালিবর্ণ হয়েছে শ্রীমতী ।। নিদারুণে সমর্পণ করে মন প্রাণ। অযশেতে গোকুলেতে লুকাতে নাই স্থান ।। জটীলে কুটীলে তিলে২ করে ব্যঙ্গ। নয়নের নীরেতে নিয়ত ভাষে অঙ্গ। একেত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বাঁকা স্বাভাবিক। বাহিরে কি বাঁকে২ অন্তরে অধিক॥ প্রাণমন যৌবন সঁপিয়ে রাঙ্গাপায়। রাধার দুর্গতিএত হায় হায়২ ।। সোণার প্রতিমা রাধা পূর্ণিমার শশি। গ্রাসীয়াছে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ রাহু আসি।। কমলিনীর সঙ্গে প্রেম ঘটনা সময়। কয়েছিলেন কি

কথা শরণ কিছু হয় ॥ সুধাইবে সে মাধবে করি
য়ে মিনতি ।।আশায় রাখিবে কি প্রাণ ত্যজিবে
শ্রীমতী ॥ না জানে চাতুরি প্যারী সরলা স্বভাব
বোধ হীনে বধে প্রাণে হবে কিবা লাভ ॥ সুরপ
তি যখন করিয়ে ছিল কোপ । সমূলে নির্ম্মূল এ
গোকুল হৈত লোপ ॥ বাঁকা হরি গিরিধরি করে
ছিলেন রক্ষে । ভেবে তাই আছে রাই বিদায়
অপিক্ষে॥ বৃন্দারণ্য সামান্য অরণ্য হয়েআছে
শ্রীরাধার প্রাণাধার কুব্জার কাছে ॥ একবার দে
খা আর পাবকিনা পাব। সুধাইবে সে মাধবে
শুনহে উদ্ধব ॥ ঘরে২ রাধারে গঞ্জনা করে সব।
কৃষ্ণ পরিবাদে রাধের গিয়াছে গৌরব॥ কেমনী
মোহিনী জানে কুব্জা সুন্দরী। কমলিনী মনচো
রে করিয়াছে চুরি ॥ কেমনে চোরের মন করিল
হরণ। নাজানি কুব্জারাণী রসিকা কেমন ॥ গুণে
র নাহিক শেষ বয়েস তরুণ কুব্জাহতে রাধার অ
ধিক নয় গুণ ॥ রাজা বাঁকা সোজা অঙ্গ সাজরে
কেন রাণী । কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমি কিসে হবে কম

লিনী ॥ রাজার কুমারী প্যারী সোজা দেহ মন কালাচাঁদের প্রয়োজন বাঁকা একজন ॥ বহুভাগ্যে সযোগ্য মিলেছে উভয় । উদ্ধবসংবাদ গ্রন্থ জয় রাম কয় ॥

সুদেবী উদ্ধবের কথা।
রাগিণী ঝিঁজিট তাল খয়রা।

ধূয়া। প্রাণ মম উচাটন নাহেরে চিকন কালা কি করি উপায় প্রাণ যায় সহেনা জালা ॥ নিল নলিনী, জিনি বরণ খানি; রাধা কমনীর কণ্ঠে মালা ॥ ধ্রুং।

ত্রিপদী॥ সুদেবী নামে সখী, যেন রণ রণমুখি, পূর্ব্বদিগে থাকিকয় । ভাসে অশ্রুজলে; বদন কমলে; রোদনের ধারা বয় ॥ একি ভক্তিভার, দেখহ উদ্ধব; অঙ্গ বাঁকা সুধুনয় । অন্তর বাহির বাঁকা নটবর, কবেকার বশরয় ॥ কুজ্জার ভাবে, যদি গোতে তবে; রবে দিবে চারি ছয় । রাধা বৃন্দাবনে, মজেছিল মানে, করে বিস্তর আশয়

রাধার অধিকে, প্রেমিকে রসিকে, ভূতলে নাহি ক আর। সে রাধা সুন্দরী, দিয়ে প্রেমডুরি, বাঁধিয়াছে কতবার। না পারে রাখিতে; বঠ স্বভাবেতে, কাটে পিরিতের ডোর। বলো হে জারে, রাখিতে কে পারে, কমলিনীর মনচোর। আমাদের প্রতি, দিয়ে অনুমতি; যদি আজ্ঞা করেন রাই। উঠে গোপীগণে; ত্বরিত গমনে; মথুরা ভুবনে যাই॥ বেন্ধে দূতী করে, আনিব নাগরে; রাখিতে কে পারে তায়। লিখে দিয়ে খত, হয়েছে বিক্রীত; পলায়ে রবে কোথায়॥ কংসাসুর ভয়ে; গোকুলে আসিয়ে, লুকায়ে কাটিল কাল। ব্রজ নটবর; নন্দ ভূপালের; চরাত ধেনুর পাল রাজার নন্দিনী, অতি আদরিণী, কুলের কামিনী তায়। গোধন রক্ষকে, মজে শ্রীরাধিকে, মন দুঃখে প্রাণযায়॥ দেখে কালরূপ, ভ্রমরা স্বরূপ প্রেমেতে মজিল রাধে। অভিলাষে আসি, মরণের ফাঁশি; গলেতে পরেছে সাধে॥ ঘটেছে প্রমাদ; গেছে কালাচাঁদ; বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রেমে

কমলিনীর প্রাণ, যুড়াবার স্থান; বৃজে নাহি কোন ক্রমে ।। মথুরা ভুবনে, জাব গোপীগণে, অভিলাষ মনে আছে । ভুপতি হইয়ে; কলে ছাড়াইয়ে, উঠাইয়া দিয়াগাছে । বৃজবাসীগণ ত্যজিল জীবন, করেপান বিষজল । কালিয়ে দমন; করে কৃষ্ণ কেন, বাঁচালে পুনঃ সকল । সেই দাবানল, গোকুলে ঘেরিল; নিস্তার না ছিল প্রায় । দাবানল পান; করে পুনকেন, প্রাণদান দিলতায় ।। বিষ বৃক্ষ রূপে, তারে কোন রূপে, ছেদ না না করে জ্ঞানি । বৃজবাসী যত, কৃষ্ণের আশ্রিত, অন্যেরে নাহিক জানি ।। বলে মুনিগণে, শুনেছি পুরাণে, যত২ উপদেশ । যে পড়ে পাথারে হরি নাম করে, তার দুঃখ অবশেষ ।। দিবস রজনী; রাধা কমলিনী; হরি২ বলে কাদে । সে কালাচাঁদ, নাহি দেখাদিল, বিষাদে মরিল রাধে ।। সর্ব্ব পাপে তরে, সঙ্কটেনা মরে; দুখহরে হরি নামে । হরিগুণামৃত; পুথি সংহীত, বিরচিত জয় রামে ॥

চিত্রে সখির ভৎসনা।

তাল খয়রা রাগিনী ঝিজিট।

ধুয়া। কহি মিলায় দেরে নব নিরদ বরণ, নন্দ কি নন্দন, গোপী মোহন মনোচোরে॥

হিন্দি। চিত্রে সখি চিত চঞ্চল হেরই অঞ্চলে ঢঁপাই মুখ মানভরে মাই মাধবে নিন্দিই মান ভেইতুথ॥ আভিরি ললনা প্যারি তেরি বদন হেরি কল বধূম কোভেরোই॥ বিধবিনিয়া সঙ্গ তনুতো ত্রিভঙ্গ রংমে মিলায় রংবানী বঙ্কে২ বন গেই উদ্দবো ক্যাকরবো কমলিনী॥ কহিয়ে উদ্দব তেরে কানকো বৃষভানু কুমারী বিয়গে তোহরি নবেজান ভেই জান কো যোপ্যারী লাগি কঞ্জ বিয়োগি ভেয়া যোগি লম্পট কানু। যোরাধা নামকো নিকঞ্জ ধাবকো বেনুবাদ পুরে বেনু॥ রাধা রাজনকি শ্রীবৃন্দাবনকি কোতয়ালি কিয়াতেরা স্বরূপ। লেখদিয়া খতমে সাজালে গাহতামে অব কাহে ভাবহি বিরূপ। এহি ধরমকে থোড়াকরম মে গেই বংসপুরা। রাধা রাজা জিকে কোতালি

কামলেকে রাজটি মিলায়া ঠাঙ্গরা। ভাসাভেয়া ভালাভাই বক্তা কহচলা নাহি চাহে রাই সামি কি কুশল। এহিরসরংমে কুজাসংমে ত্রিভঙ্গভো ভেয়া চলো চল॥ ফাঁকি দেকে গিয়া কপট কা নিয়া ক্যাছারস পিলা। যমুনা তটমে কেয়ছা ক রটমে ফেঁক দিয়া নন্দছুলালা॥ বৃন্দাবনমে দহ তি দহনহে সহই গোপীগণ সব। ভোরভেই রং মে কিসরি সংমে ছুট গেই নবভাব। বাঁকা নট বরকে চরণ নখরকে মাধনাসিয় মেরে চিত। ভুলগেই ভেরিনাম দিনহিন জয়রাম ক্ষীণ ভেয়া দেহ মেরে নিত॥

চিত্ররেখা সখির উক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনা।

রাগিণী বেহাগ রাগ তাল খেমটা।

ধুয়া॥ কেমনে সে বাঁকা নটবর। করে বাঁশি কাল শশি, প্রকাশে গোকুলে আশি, তারে যে দেখেছে; সেই ভুলেচে ভঙ্গিমে কি মনোহর॥

পয়ার । চিত্র রেখা বলে সখা মাথাতুলে চাও সামের সখা বট দুট কথা কয়ে যাও । শিরেতে মোহন চূড়া বান্ধা ছড়া গুঞ্জে । করে বাঁশী দিবা নিশী ভ্রমিত নিকুঞ্জে ।। রাজকার্য্য কিরূপে করেন কহ শুনি । লেখাপড়ার নকলসকল আমিজানি ভুরেভারে ভট্টাচার্য্য রাজ্য অধিকারি । কুব্জা হইল রাণী কাঙ্গালিনী প্যারি । বলো২ মাধবে গৌরবে আছেন সর্ব্ব । কুব্জার নব প্রেমে নূতন প্রবর্ত্ত ।। ভাল২ সেই ভাল ভালবাসি তাই । কুব্জা কুশলে থাক মরে মরুক রাই । শ্রীরাধিকে মাধবের নয়নের তারা । তিলে২ পলকে২ হতেন হারা । বাকা নয়নেতে হেরেছিলেন কিশোরীকে রাধার প্রেম মিথ্যা হলো প্রেম গেল বেকে ।। বাঁকা নয়ন আছে কি হয়েছে এখন সোজা । কেমন ভঙ্গিমে ভাবে ভূলেছে কুব্জা ।। আর এক কথা বলি শুনহে উদ্ধব । মথুরায় যেতে চায় ব্রজবাসি সব । যচনে ব্যাপিকে একাধিকে একজন বলে দিবে ননি চুরি গোষ্ঠে গোচারণ ।। গোকু

লে নন্দের বাধা বয়ে ছিল শিরে। নন্দের কুমা
র হরি জানে ব্রজপুরে ॥ এখন আশ্চর্য্য শুনি
রাজা মথুরাতে। কেজানে দেবকী মাতা বসুদে
ব পিতে॥ জানাগেল ভাল হৈল তাহে নাই ক্ষ
তি। পুর্ব্বে কিছু প্রেম ধার দিয়েছেন শ্রীমতী॥
সুদে লাভেসভাবে হইবে বহুতর। সেধারে উর্দ্ধা
র কবে হবে নটবর॥ দিন২ বাড়ে ঋণ ঋণের এ
রিত। করে তার শ্রীরাধার নূতন পিরিত॥ পলা
য়ে রয়েছে গিয়ে মথুরা মণ্ডলে। দিব খত দস্ত
খত সভা মাঝে ফেলে॥ বাকাহাতের লেখা না
ম ঢেরাকাটা সই। ব্রজে কেটা এতগুণে গুণি
ভিনি বই॥ আনিব বিচারে জোরে ধরে শ্যাম
রায়। কুব্জার সাধ্যকি বিবাদি হয় তায়॥ পুবী
ণ বয়েনী দাসী রূপসী কেমন। তারে অভিলাষি
শশি দিয়ে বিসর্জ্জন॥ এক নয়নের কোণে এক
জন লাগে। যোড়কর নিরন্তর থাকে তার আগে॥
উত্তম অধমইথে নাহিক বিচার। যে করে পিরি
তি এই রিতি জান তার॥ কালরূপে রাধার পা

রাগ আছে বাঁধা॥ কুজি পেয়ে বুঝি কৃষ্ণ ভুলে গেছেন রাধা॥ চিত্ররেখা, গোপীকারে রাখিয়া পশ্চাতে। বিশাখা আসিয়া বলে উদ্ধব সাক্ষাতে রাধা কৃষ্ণ চরণ শরণ করি মনে। উদ্ধব সংবাদ ভাব জয় রায় ভনে॥

বিশাখা উদ্ধবে কথোপ কথন।

ধুয়া॥ মন তরু মূলে দেখা দিলে কে বঙ্কিম নয়ান। শিরে মোহন চূড়া, পরা পীতধড়া, বাঁশীতে করে রাধার গুণ গান। পুন সে মাধবে, কুঞ্জে পাব কবে; যডাবে রাধার তাপিত প্রাণ॥

ত্রিপদী। বিশাখা রূপসী; রাগভরে আসি, কহে উদ্ধবের আগে। বৃজ পরিহরি, কত সুখে হরি; আছেন কি ঐশ্বর্য্য ভোগে॥ রাধার সঙ্গিনী; বিশাখা গোপিনী; নাম ধরি গোকুলেতে। যে রাজার রিত, হবে অবগত, বাঞ্ছা আছে মনেতে॥ শুনেছি সে দেশে, সৌন্দর্য্য বাছাসে;

বাকা মিলে হয় সোজা। বাকাঅঙ্গ ঘুচে, সোজা হয়েগেছে, যেমন রাণী তেমনি রাজা।। দেখি একি রঙ্গ, অষ্টবক্র অঙ্গ, মধুপুরে সোজাহয়। দেখে অসম্ভবঃ যেনেছি উদ্দব, অতি আনন্দ উদয়।। ব্রজে গোপাঙ্গনা, বৃদ্ধ কতজন; বাতে হয়েছে ত্রিভঙ্গ। লয়ে তাসভায়; গিয়েমথুরায়; সোজা করে আনি অঙ্গ।।। ইহার বিশেষঃ হিত উপদেশ, রাজাকে সুধাবে তুমি। ভূপতি সম্মত, হলে গোটাকত; উত্তর কি দেন রাজা। অঙ্গ সোজা হন, বাকচুরা মন, হতে পারে কিনা সোজা।। কঠিন স্বভাব, সহজে মাধবঃ নারীবধে নাহি ভয় কিছু ধর্ম্মে মন দিয়েছে এখনঃ ব্যবহারে জ্ঞান হয়।। বামেতে কুব্জীঃ কপটের কুঞ্জঃ বসে অধ কলেবরে। তবে যে গোকুলেঃ তোমারে পাঠালেঃ গোপনে মন্ত্রণা করে।। কেন কি কারণেঃ রাধা বলে মনেঃ হলো চির দিন পর। না জানি কিছুলেঃ পাঠালে গোকুলেঃ তোমাকে করিয়া চর।। হরেলয়ে মনঃ করেছে গমনঃ বাকা বঙ্কিম

নয়ান। পুন বৃজ পুরেঃ পাঠালে তোমারে হরি
তে রাধার প্রাণ॥ মাধবের সঙ্গেঃ মন গেছে র
ঙ্গেঃ হইয় যমুনা পার। গেছে রস লীলেঃ গো
পীগণ মিলেঃ নিকুঞ্জে আসিনা আর॥ আসন
ভূষণঃ করেছে গমনঃ ত্রিভঙ্গের সহিতে। বেচে
গোপীগণেঃ আছি প্রাণেহঃ দুখাগুণ দহিতে॥
তাহাতে উদ্দবঃ আগমন তবঃ কি ভাব বুঝা না
যায়। তুমি যে উদ্দাঃ কৃষ্ণ অবয়বঃ সভাব তে
মতিঃ প্রায়॥ কার প্রাণ লবেঃ এসেচ কি ভাবেঃ
কুব্জার হয়ে চর। কাল রূপ হেরেঃ পারাণ সিহ
রেঃ সিখায়েছে নটবর॥ শ্যামের সমানঃ তুমি
একজনঃ কাল কালবর দেখি। কাল রূপ চক্ষেঃ
না হেরে রাধিকেঃ কাল দেখে জলে আঁখি॥
যমুনাতে গেলেঃ দুঃখানলে জলেঃ জলে জ্বলে
নেভে নাই। এসে বৃজপুরেঃ এই দশা করে; গি
য়াছে কাল কানাই॥ কাল রূপ হেরেঃ যে লভে
তাহারেঃ বিধাতা বিরূপ হয়। সাক্ষি রাধাপ্যা
রীঃ বৃজের ঈশ্বরীঃ জয় রাম বন্দ্যোকয়॥

উদ্ধব চম্পক লতার সহিত কথোপকথন।

রাগ কানেড়া। তাল আড়া॥

ধুয়া। হরিনাম সঙ্গের সাথিঃ ভেবে দেখনারে মূঢ়মতিঃ যেখানে সেখানে রহিঃ জানিল। শ্রীকৃষ্ণ বইঃ মরণে জীবনে নাই কৃষ্ণবিনেগতি

পয়ার॥ করপুটে প্রণমিয়ে কিশোরী চরণে। কহিছে চম্পক লতা কপট বচনে॥ নটবরে জিজ্ঞাসা করিবে এই কথা। কি গুণে করেছে হুজি কৃষ্ণেরে বসতা। কংসের কিঙ্করী মরি কিসুন্দরী দৃষ্টে। শুনি আর চমৎকার কুজ ভার পিষ্ঠে॥ চর্ব্বণে রসনা হীন দশানে বঞ্জিত। ওষ্ঠেতে পড়েছে নাসা হইয়ে নলিত। দেহ শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ অপূর্ব্ব নয়ন। চলেযেতে জানুতে নগনা হয় স্তন পূর্ব্বেছিল কিঙ্করী সুন্দরী করেতায়। সিংহাসনে বামে বসায়েছেন শ্যামরায়॥ দাসী হলো প্রেয়সী তার বাড়িল গৌরব। সাধারণ রাধার সাধনা উদ্ধব॥ ভঙ্গিমে ত্রিভঙ্গ বাকা অঙ্গ শ্যাম রায় কেজানে অন্তরে বাকা পাকা ঘটতা য়॥ কি মন্ত্র

ণা দিলে কাণে অক্রুর নামে খল। গেলচলে এ গোকুলে জেলে দুঃখানল॥ বিরহে রাধার দেহ দহে হুতাশন। কার সাধ্য সে দহন করে নিবারণ॥ হুতাসনের সে হুতাসে ত্রাশে নাশে প্রাণ কোথা সখা ভঙ্গি বাকা বঙ্কিম নয়ান॥ দাসি অভিলাষি কৃষ্ণ মথুরা ভুবনে। তবে আর এরাধার কি কাজ জীবনে॥ কি সুধাতে এসেছো বৃজের সমাচার। কৃষ্ণ বলে গোকুলে কুশল সবাকার॥ কৃষ্ণযার সখা তার দুঃখে কোথা। নির্ব্বাণ অনল আর জালকেন বৃথা॥ কি কহিব বৃন্দাবনের মঙ্গলামঙ্গল। কুঞ্জারণ্যে শূন্য দেখ বিহারের স্থল যে অবধি গিয়াছেব মদন মোহন। করিনাই কুঞ্জবনে কুসুম চয়ন॥ নাহি আহরণ বন কুসুমের হার। কৃষ্ণনাম অবিশ্রাম ওষ্ঠে সবাকার॥ গোষ্ঠে গেলে কষ্ট বাড়ে হরি হারা শোকে। বিদ্যমান দেখে প্রাণ ত্যজে শ্রীরাধিকে॥ কুঞ্জবনের যত সুখ দেখহ সচক্ষে। পিক সব ত্যজে রব বসে আছে বৃক্ষে॥ মধুকর সুরবর নিকটে না যা

য়। অরবৃন্দ মকরন্দ হুতাশে সুখায়। দিবানিশী
বৃজবাসি চেতশী বিহীন। লোকাঙ্গন গোঙ্গন্
আঙ্গন রাত্রদিন।। ঙ্গঞ্জে অলি গুঞ্জরেনা নাচেনা
ময়ূর। শীর্ণ তনু বৎস ধেনু কানুনিধুপুর॥ কমলি
নী আদরিণী রাজার নন্দিনী সরলা গোপের বা
লা ঙ্গলের কামিনী॥ শীর্ণহলো সুখাইল সোণার
বরণ। কোথাবা কিশোরী কোথা মদন মোহন॥
দাসিহলো প্রিয়সী শ্রীমতি হলো পর। বৃন্দাবন
বিস্মরণ হলো নটবর॥ বলো কাল নটবরে করে
পরিহার। আছে কিনা আছেমনে নিঙ্গঞ্জ বেহা
র।। নিধুবনে সাক্ষি এক দিন গোপীগণে। কা
ন্দিয়া ফুলিল আঁখি শ্রীরাধার মানে।। করে ধরে
গোপিকায় সেধে ছিলেন কত। তখন গোঙ্গলে
ছিলে রাধার অনুগত।। দাসখতে বাকা অঙ্ক বি
কায়ে গিয়াছ। কি খত দিয়াছেন আবার ঙ্গজা
র কাছে।। আছে কিনা পণ্ডিত সে রাজার সভা
য়। বরঞ্চ আমরা এক বার যাব মথুরায়॥ কেনে

দিব সেই খত সবার সমুখে। দেখাযাবে ব্রজে কেমন করে রাখে। দাণ্ডাব দোহাই দিয়া রাধিকা রাজার। যে রাজ্যে কোটালি করে এ ঐশ্বর্য্য তার।। যদি বলেন মিথ্যা খত দস্তখত মিছে। তারবই ঢেরাসই ব্রজে কার আছে।। উদ্ধব বলেন আমি কৃষ্ণের কিঙ্কর। ঠাকুরাণী সঙ্গে ভৃত্য কে করে উত্তর।। যদি কৃষ্ণ নিকটে থাকিতেন এ সময়। তবে পেতেন উত্তর ভৃত্যের সাধ্য নয়।। উদ্ধব এতেক বলে করিল প্রণাম। কৃষ্ণলীলা পুস্তক রচিত জয় রাম।।

অথ ললীত সখীর উক্তি।

ধুয়া। সপ্নেতে না জানি; ওগো কৃষ্ণ প্রেমের এতজ্বালা। রাজ কুমারী রাধাপ্যারী হবে ব্রজের কাঙ্গালিনী॥

ত্রিপদী। বলিতে২ ললীতা সখীর আঁখির নীর নাররা। মানমেঘ ভরে, জল গোলোপরে, সুরধনী যেন বয়।। ভীষণ ভঙ্গিমা, আখি আরক্তিমা দেখি দিবাকর প্রায়।। ভাষা খরতর, চঞ্চল অধর

ব্যাপিকা গোপী সভায় ॥ গোবিন্দে নিন্দিয়া; উ
দ্ধবে ভৎর্সিয়া; বাহু পশারিয়া কয়॥ মাতঙ্গের ধ
ন; পতঙ্গে হরণ, করে একি প্রাণেশ্বর ॥ রাজার
নন্দিনী; রাধা কমলিনী, ভুলেছিল সে কানাই ॥
দুজনে সমান, এহার কারণ, কিছুদিন প্রেম ছিল
স্বজা কি ভাবে, রাখিবে মাধবে, এমন কপাল
কবে হৈল ॥ রাধার প্রেমেতে, রাঙ্গা দিনে রেতে
ছল বঙ্কিম নটবর। রাধা যাকহিত, সেই আজ্ঞা
মত; অবিরত যোড়কর ॥ রাধার পদতলে, কণ্ট
ক ফুটিলে; ব্যাথা পেতেন রাধা নাথ । কৃষ্ণ অ
ঙ্গে যেন, শেলের সমান, হৈত সে কণ্টকাঘাত ॥
কৃষ্ণ বারে২, শঙ্কট দুস্তরে, রাধারে করেছেন র
ক্ষা। বাধা রাধাপ্রেমে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, শ্রীরাধা
মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥ রাধার কারণ, কত প্রাণপণ, করে
ছেন নন্দালয় । সে রাধা এখন; ঝোরে নিশিদি
ন, সময়ে সকলি হয় ॥ চিকন কালিয়ে, কালী রূপ
হয়ে, রাখিল রাধার মান॥ জানে ব্রজবাসি; সে
রাধা রূপসী; কৃষ্ণের প্রাণের প্রাণ। কহিছে উদ্ধব

একি অসম্ভব; শুনালে আমার কানে। কিবা প্রা য়োজন, মদম মোহন, কালী হৈল কি কারণে॥ ললীতা কহিছে, কি শুধাহ মিছে, গোবিন্দের সেই কথা। যে লীলা মাধব; করিল উদ্ধব, শুন তার বারতা॥ কৃষ্ণের ভঙ্গিমা অসিম মহিমা, প রিমা কি দিব আর। কথন কাণ্ডারি, যমুনার বা রী; করিতেন পারাপার॥ যথন যে দিগে মথু রার বিকে; যাত্রা কারতেন রাই। রাধার কারণে রস বৃন্দাবনে, করেছেন যত লীলা। ভাবিয়া সে সব, বাসনা উদ্ধব, নাহিরব এই স্থলে॥ শ্রীকৃষ্ণের সনে, নিকুঞ্জ কাননে, বসে একদিন রাই। নহে সে গোপন, বৃজবাসী গণ; বিশেষ জানে সব্যই

অথ কৃষ্ণকালী উপাক্ষণ।

আলজত, ধুয়া। জানে কি মোহনি গুণমনি, মহন বাশরিতে, মজাইলে স্থল বালা রৈতে নারি স্থঞ্জেতে॥ ব্যশির ভিতর এতরস; বাশীর রবে জগত বস, বাশীর দাসী হয়ে আসি গ হন বনের মাঝেতে॥ ধ্রুং।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।। বন কুসমের মালা; গেঁথে জত ব্রজবালা, দিয়া কালা চাঁদের গলায়। বসাইয়া কিশোরিকে,কালা চাঁদের বাম দিগে,সবেসুখে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ স্তীলে যে হেন কালে; আসি য মুনার জলে, কোন ছলে নিরখিল এসে। সামে র বামে কমলিনী;মেঘে যেন সৌদামীনি;দেখে অমনি মাথাধরে বসে। কিঞ্চিৎ মৌনেতে থেকে উঠিয়া মনের দুঃখে, গোষ্ঠ মুখে করিল গমন ।। মনে২ যুক্তি করে; ডেকেবলে আয়ানেরে, হাত নেড়ে করিয়া তর্জ্জন ॥ রাধার সতিত্য জত ব্রজে হলো প্রকাশিত, মনের মত মিলালে গোসাই। কিশোরিকে শাস্তিকরে, লম্পটেরে মেরে ধরে লয়ে যাব যশোর ঠাই॥ রত্ন গর্ত্ত যশোদার; জ ন্মেছে কি সু কুমার; মহাচক্রে লম্পট প্র ধান ভ্রমর পারা কালো গা; মাটীতে পড়ে পা; না রী দেখে বাকা চক্ষে চান। হতো যদি সোজা অ ঙ্গ, বাড়িত আর রঙ্গ ভঙ্গ,ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে এতঠাট কদম্বের তলে গিয়ে, বংশী বাজান বামা হয়ে;

আগুলিয়া যমনার ঘাট। রাই কিশরি গেলপরে কথাকন ঠারে ঠোরে, বৃন্দপুরে হচ্ছ ঘরে ঘর। অন্ধকারে মিশে থাকে, অপরূপ রূপ দেখে রাধার চক্ষে নেগেছে সুন্দর॥ মনমোরা কমলিনী ননি চোরা নীলমনি কানাকানি করে দিন দশ। রাধা মামী কৃষ্ণ ভাগ্নে যুক্তি করে রেতে দিনে কেজানে ভিতরে এতরস॥ মনেতে মন্ত্রণা করে দ্রুত জায় রাগ ভরে কত দূরে গিয়া ফিরে চায় মনে করে রাধা সাম ছড়েয়ে নিকুঞ্জ ধাম ভয়ে পাছে পলাইয়া জায়। তরুণ তরুত্রণ শীল চূর্ণ চরণের তলে শীঘ্র চলে বিলম্ব নাশয়। আয়ানে কদম্ব তলে রাধা কৃষ্ণ বশনীলা দেখাইলে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥ গোশাতে গর্গরে গা মাত্রীতে না পড়ে পা, যেন খেপাএলো থেলো কেশ। কোথা খোঁপা কোথা ঝাঁপা কোথাবা কনক চাঁপা সজ্জা ভাল নাহি লজ্জালেশ॥ উঠিয়া বিষম রোষে, ডাকে দাদা আয়ান ঘোষে, দেখ এসে কমলিনীর রঙ্গ। কেলি কদম্বের তলে হলে শীলেধ্বজা তুলে

বসেছে রাই লইয়া ত্রিভঙ্গ ॥ আনন্দে অ ধৈর্য্য হয়ে, কৃষ্ণ অঙ্গে অংগাদিয়ে তবপ্রিয়ে বৃষভানু ক ন্যা। কমলিনীর কর্ম্ম দেখে; জলেতোকলশী রে খে, এলেম তাডকে দেখাবারজন্যে ॥ কালাচাঁদে র বামদিকে, বসে আছেন শ্রীরাধিকে, এলেম দেখে ওতকরে বৃক্ষে। কলঙ্কিনী শ্রীরাধার কর এসে প্রতিকার চমৎকার দেখসে প্রত্যক্ষে ॥ ক্ষণ মাত্র মৌনে থাকি কোপেভে ঘূর্ণিতআখি গর্জ্জি য়া আয়ান ঘোষ কয়। কুলের কলঙ্ক কর, কেন কুৎসা গুলিশ তোরা এমন ধারা উপযুক্ত নয় ॥ তার সঙ্গে শ্রীরাধিকে; ক্ষণে দেখা চাকে২ মনবা কা রয়েছে উভয়। তুমি বেড়াও ঘরে২; রাধার কলঙ্ক করে সে তোমারে ও কটু কথা কয় ॥ কয় নন্দের নন্দন কানু গোষ্ঠেতে চরায় ধেনু বৃষভা নুকন্যা গৃহে রয় । রাধার সংগে দ্বন্দহলে পারি বাদের ভুকান তুলে কলঙ্ক রটাও ব্রজময় ॥ ক লঙ্ক রাধার কুল তুমিতো মজাবার মূল তিলে তমুল নিত্য করচেষ্টা। যেমত দুর্ম্মতি খল, পারি

উচিত প্রতি ফল দেশের সকল নারী দেখ ষড়যন্ত্র আপন গৌরব লিয়া; বসেথাকো গৃহেগিয়া, সম্ব রিয়া লোক লজ্জা ভয়। কুৎসা রটাও বারে বার ও কথা না শুনি আর; শ্রীরাধার তেমন মতিনয় হুশ্রীলে কহিছে ভাই; গোষ্ঠে থাক জান নাই, তোমার রাই অসাধার গুণ। কহিতে উচিত ভা ষ; আমার উপরে গোশা, এমন চাশার কপা লে আগুণ॥ তোমার মরণ নাই, দেখে এলেম একঠাই কিশোরি সহিত কালাচাঁদ। আয়ান কোপেতে বলে, দেখাইতে না পারিলে ঘুচাই ব হুমন্ত্রণার সাধ॥ শীঘ্র মোরে লয়েচল; রাধা কৃষ্ণ কোথা বল প্রতি ফল দিবযে প্রত্যক্ষে। যদি হয় মিথ্যাকথা চাপড়ে ভাঙ্গিব মাথা, পদাঘা ত প্রহারিব বক্ষে॥ মনচরে দিলে দাগা বোঝে নারে হতভাগা বল্লেপরে ফিরে কয়েরাগ। কো মর ভাঙ্গা হাতে বাড়ি এলে থাকে গুড়িং সেই বু ড়ি তুলিল বনে রাগ॥ ব্রজেতে বড়াই নাম; তারিকাছে বসে শ্যাম কাণেং কত কথা কয়।

রাধা এসে সঙ্গে মিসে চলাচল রঙ্গরসে অপযশ কিছু নাইক ভয়। রাধা এসে সংগে মিসে চ।চল রংগরসে অপযশ কিছু নাইক ভয়॥ মননাই কোন কাজে ছোটে পাগলিনী সাজে বাঁশীবাজে বিপীনে যখন। লম্পট কান কানাই প্রাণ সপে তার ঠাঞি মজিবে রাই উঠেছে লক্ষণ॥ শুনি ঙ্গটিলের মুখে, ছোটে যমুনার দিকে মন দুঃখে ছুটে অবিশ্রাম। চরণে কণ্টক ফোটে পশ্চাৎ ঙ্গটিলে ছোটে কর পুটে কহে জয়রাম॥

অথ রাধাকৃষ্ণে উভয় মন্ত্রণা।

ধুয়া। করুণা আকার ওহেনটবর চিকন কালা বিষম বিপাকে দাসীর প্রাণ যায় সহেনা জ্বালা। বল বুদ্ধি সকলি, তুমি ওহে বন মালি, বল আর কারে বলি, এখময় করোনা ছলা॥ ত্রিপদী॥ পড়ে কিম্বা উঠেঃ উ মুখে ছুটেঃ পশ্চাৎ ঙ্গটিলে ধায়। অতি দূরে থেকে বলে শ্রীরাধিকে রক্ষেকর শ্যাম রায়॥ রাধে বলে হরি সঙ্কটেতে মরি রক্ষাকর এই বার অভাগির পতি

আয়ান দুর্মতি সঙ্গে আনিছে আমার ॥ রামা কে যদি এসে দেখে একঠাই দুজনায়। ঘটাবে প্রমাদ ওহে কালাচাঁদ রক্ষাকর এই দায় ॥ রাধার করে ধরে কপটে কাতরে বাক্য নটবর কন। আয়ান দুর্ব্বার গতি যে তোমার তুমি কর নিবারণ ॥ আজি নিসঙ্গেতে আয়ানের হাতে রক্ষাকর তুমি রাই। তুমি বিনা আর, কে আছে আমার বলকার কাছে যাই ॥ দুস্তরে আমারে বাঁচাবার তরে স্তুতি বরে কিছু বল। ওগো চন্দ্রমুখি করকি২ ঐ উপনীত হলো ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনে কমলিনী আতঙ্কে উড়িল প্রাণ। একি ছলনার ন ময় তোমার ওহে নটবর শ্যাম। কৃষ্ণ প্রমছলে এদানী মজালে কে লবে তোমার নাম ॥ ত্যজিয়া চাতুরি বাক্য বংশীধারি ভাব ইহার উপায়। লামজে এদানী আয়ান সঙ্গে আসি নির্দ্দোষী দেখিয়া যায় ॥ করিতে সকলি পায় বনমালি তবে কেন দেহ দুঃখ সঙ্কটিলে কপটে আসিতে ছ ছুটে এসঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ ॥

অথ এক ত্রিংশাক্ষরে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক স্তব।

ধুয়া। হওহে সদয় ও নিরদয় বাকঃ মদন মোহন। নাহি গুণ মণি বিনা ঐশ্রীচরণ ।। বিবট সঙ্কটে মরি সখা বংশী ধারি এসময়ে চাতুরি কর এআর কেমন ।।

পয়ার ।। কর কৃপা কৃষ্ণকান্ত কেশব কংসারি। করে কর যুড়ি কহে কাতরা কিঙ্করী। ক্ষীরদ ক্ষীরন সায়ী খগেন্দ্র বাহন। খসে কৈল খলতা খণ্ডহ নারায়ণ ।। গোবিন্দ গরুড় ধ্বংস গোবর্দ্ধন ধারি। গয়া গঙ্গা গোদাবরি ত্ত মিহে। শ্রীহরি ঘনশ্যাম ঘুচাহ ঘেরেছে ঘোর দায়। ঘন২ কম্পি ত্রাসেতে হইল গায় ।। চিন্তামণি চতুর্ভুজ চতুর্ব্বর্গ দাতা। চরণ চিন্তয়ে চিন্ত মণি ব্রাদি ধাতা। ছলপায়ে ছলেতে চলিতে আইলা পতি। ছন্নরূপে ছা পাইয়া রাখহ শ্রীপতি ।। জগন্নাথ জনার্দ্দন গত জীবন। যোগেন্দ্র যোগেতে জপে তোমার চরণ ।। ঝঞ্ঝনা ঝঙ্কায় প্রায় ঝাপিল আয়ান। পড়িলাম ঝঞ্জাটে ঝটিত কর ত্রাণ ।। টিটকারি দিবে

পিছে জটিলে হ্নগীলে। টানা টানি টঙ্কার হ
ইবে কুলেশীলে॥ ঠাহুরিয়া কি ঠ কাগ করিলেক
ঠকে। ঠেকিলাম ঠাকুর বিষম ঠকঠকে॥ ডাকিয়া
ডাকাতি করে ডাকিনী দুজন। ডরে ডাকি ডর
নাশ শ্রীনন্দের ন দন॥ ঢিডি শব্দে ঢাকঢোল বা
জাইয়া দিবে। না ঢাকিলে দাসীর কলঙ্ক রটিবে
ত্রিলোক তারক তুমি ত্রিভুবন সার। তাপিতাস্ত্রা
সিত ত্রাণ তোমারি যে ভার॥ থয়২ কাপে অঙ্গ
থাকিয়া২। স্থির কৈলে স্থির হয়ে থাকি থমকিয়া
দয়াকর দিননাথ দারিদ্র ভঞ্জন। দুঃখিত দাসীর
দুঃখ করহ দলন॥ ধুর্জ্জটি ধনেশ ব্যানে ধেয় না
রায়ণ। ধ্যানে ধরে ধরাধর ধরের ধারণ॥ নন্দের
নন্দন নব নীলকান্ত তনু। নজানামি নতি স্তুতি
সদক্ষে কৃষাণু॥ পরম পুরুষোত্তম পতিত পাব
ন। পড়েছি পাকেতে পারকর নারায়ণ॥ ফাক
র হয়েছি পড়ে এবিষম ফেরে। ফলাফল নাজা
নি কি ফলে অতঃপরে॥ বনমালি বলি হেসি বি
পদে বাচাও। বংশীধারি বঙ্কিম নয়নে ফিরেচা

ও ॥ ভক্তে ভক্তিভাবে ভেবে ভব সিন্ধু তরে । ভ ঞ্জহে ভৎর্যণা ভয় ভাবিহে অন্তরে ॥ মধুরূপ মহা চক্রি মদন মোহন মদ্দ২শ্র মহামারি শ্রীমধুসূদন যোগী যোগে জপে যদুনাথে যত্নকরে । যথা যো গ্য যজ্ঞ যাগ করে যদি নরে ॥ রঙ্গেতে রৌরব হতে রাখ রমানাথ । রাধে রাংগাচরণ সেবে এ কি বজ্রাঘাত ॥ লম্পটতা কর কি লম্পট এ সময় লক্ষ২ লজ্জা যে লজ্জিলে লজ্জাভয় ॥ বিষম বিপদ এ বন্ধন হতে ভারি । বজ্রাঘাত হতে বাচাও বৈ কুণ্ঠ বেহারি ॥ শিখী পুচ্ছ শিরে হেলা শ্যামল সু ন্দর । সৌন্দর্য্য শোভিত জিনি পূর্ণ শশধর ॥ য ষ্ঠদশ কলা পূর্ণ ষটপদ রূপ । ষডরূপ মধ্যে আ দ্যরূপ অপরূপ ॥ স্বর্গসল সুখেতে সান্তায়ে স ণাতন । সম্পদ সদৃশ শশি করেতে যেমন ॥ হই য়া হর্ষিত হরি ছিলাম কৌতকে । হেদে হতভা গা আসি হরিলেক সুখে ॥ ক্ষুব্ধ হলেম ক্ষোভ পেলেম ক্ষীণ হলেম ভেবে । ক্ষিপ্তরে করিতে ক্ষান্ত তোমারে হইবে ॥ শ্রীমতীরে কাতর দেখি

য়া বনমালি। প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ একি নাগরা লি॥ শ্রীরাধারে তুষিলেন প্রবোধ বচনে। ইহার উপায় আমি করিব এক্ষণে॥ আমি অসীতার রূপ ধরিয়া দাণ্ডাই। তুমি ভক্তি ভাবে পূজা কর ওগো রাই॥ রাধার কাঙ্ক্ষ্য চাইতে বনমালি। তেজে বাশী কাল্ল শশী হইলেন কালী॥ দ্বিজ জয়রাম বলে কৃষ্ণ পদতলে। স্থান যেন পাই রাঙ্গা চরণ কমলে॥

অথ কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ।

রাগিণী ঝিঁজিট। তাল জৎ।

ধুয়॥ একি অপরূপ রূপ কদম্বের তলে।। বনমালি হলেন কালী মহাকাল চরণ তলে॥ মহা মেঘা মুক্তকেশী, তেজে বাঁশি করে অসি, কালোশশি আধহাসি বদন কমলে॥

পয়ার। চরণ সরজে বাজে রতন নূপুর। অলি রাজ পায় লাজ শব্দ সুমধুর॥ নিন্দি নবঘন অপরূপ রূপ খানি। কটিতটে করশ্রেণী বাজিছে কিঙ্কিনি॥ প্রচণ্ড তপন জিনি প্রভু ঘোর তর।

কোটি ইন্দু জিনি জ্যোতি নখরে নিখর ॥ খড়গ চর্ম্ম আদি চতুর্ভুজ সুশোভন । শ্রীচরণ তলেতে লুণ্ঠিত ত্রিলোচন ॥ লোল রসনা শবাসনা বিবসনা । মুক্তকেশী করে অসি বিকট দশনা ॥ জিনিয়া চপলা গলে দোলে মুণ্ডমাল । উজ্জ্বলা চঞ্চ বামা শশধর বালা ॥ দাণ্ডাইলেন শ্যামা মূর্ত্তি করিয়া ধারণ । কি বাহার চমৎকরে হৈল নিধুবন ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি কুসুম চন্দন । সম্মুখেতে সমদয় প্রস্তুত তখন ॥ দেখি সুখী কমলিনী হৈল অতিশয় । পুলকে পূর্ণিত তনু প্রফুল্ল হৃদয় ॥ স্বন্দন রক্তযবা নিয়া হৃষ্টমনে . করে যোডে করে স্তব দিয়া শ্রীচরণে ॥ হেনকালে উপাসিত হইল আয়ান । শবে শিবে সন্মুখে দেখিল বিদ্যমান চমৎকার দেখে তার ভকতি উদয় । তজ্জন গজ্জন ক্রোধে কুটিলেরে কয় ॥ হিতাহিত রহিত নাহিক লজ্জাভয় । কেবল রাধার কুচ্ছ তোল ব্রজময় ॥ আমি জানি অকলঙ্ক শ্রীমতীর কুল । তুই তো দুষ্মতি অতি মজাবার মূল ॥ অধরোষ্ঠ কম্প

অতি চক্ষু ঘোরতর। প্রতাপেতে কম্পিত হইল ধরাধর॥ দেখে ডরে কুটিলার উড়িল পরাণ। উদ্ধশ্বাসে ব্রজবাসে কর্‌য়ে প্রস্থান॥ হাঞ্চি ফাই করে ঘন চেতনা রহিত। একেবারে গিয়া ঘরে হইল মূর্চ্ছিত॥ কি হইল বলে সবে আইল ধাই য়ে। প্রমাদ পড়িল আজি কুটিলারে লয়ে॥ এ খানে আয়ান ঘোষ রাধার কুঞ্জেতে। শ্রীমতী পা র্ব্বতী পাছে দেখি নয়নেতে॥ মধুর বচনে কহে শ্রীমতীর প্রতি। সাধ্ব্যা সতী পতিব্রতা তুমি গো শ্রীমতী॥ ভক্তিতে সাক্ষাত হইল অভয়া আপনি ধন্য২ তব পুণ্য ধন্য করে মানি॥ কহিতে২ হৈল ভক্তির উদয়। অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণিপাত হয়॥ লোমাঞ্চ হইল অংগ প্রত্যক্ষ দেখিয়া। করযোড়ে করে স্তব তদগদ হইয়া॥ দ্বিজ জয়রা ম কয় অভয়া চরণে। শ্রীচরে দেহি স্থান দীন হীন ক্ষীণে॥

আয়ান ঘোষ কর্ত্তৃক কালীর স্তব।

তাল মধ্যমান। রাগিণী খাম্বাজ।

ধূয়া। এমা শিবানী সর্ব্বাণী ভৈরবী ভবানী ভবরাণী পার কর তবে দীন হীন অকিঞ্চনে। করালী কপালী কংকালীতং কুমতি ভবতী ন জামিহং পতিতং গতিতং অন্তিমে দেহিমে স্থান ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণে॥

ত্রিপদী। কালী কপালিনী, ব্রহ্মাণ্ড জননী, মহেশ মহিনী তারা। তংহি সুরধনী, শিব শৈবলিনী; তংহি শূলপাণী দারা॥ অনন্ত রূপিণী; অনন্ত জামিনী; নগেন্দ্র নন্দিনী তং। চণ্ড নিপাতিনী, মুণ্ড বিঘাতিনী, কর্ম্মে ফল প্রসূতং॥ ভৈরবী ভবানী, ভবান্ধ নাশিনী; অসুর দলনী কালী। মহিষ মর্দ্দিনী, মুক্তি বিধাইনী, তং তারিণী মুণ্ডমালী। কাল নিবারিণী; কালের কামিনী, জিনি সৌদামিনী জ্যোতি। তংহি নারায়ণী; ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী পঞ্চাননী ভগবতী॥ ফণীন্দ্র মুনিন্দ্র; যোগেন্দ্র নাগেন্দ্র, ইন্দ্র চন্দ্র আদি ধাতা। অনন্ত কৃতান্ত; আদি লক্ষ্মীকান্ত, নাহিজানে তত্ত্বকথা॥ আকাশ

পাতাল; আদি রসাতল, ফল রূপিণী তুমি ॥ বা ল্মীকাদি ব্যাস, কবি কালীদাস, করিতে বর্ণনা ক্ষম। দীন হীন ক্ষীণ, অতি অকিঞ্চন, কহে দ্বিজ জয় রাম ॥

পয়ার। ইত্যাদি অনেক স্তব করিল আয়ান। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাহার প্রমাণ॥ শ্রীরাধিকে প্রসংশা করয়ে বার২। বৃন্দারণ্যে তুমিধন্যে প্রিয়সী আমার। নারী অগ্রগণ্যা ধন্যা মান্যকরে মানি। পুঞ্জ২ পূণ্য তব ওগো কমলিনী॥ জটিলা জটিলা তব যত নিন্দাকরে। অদ্যাবধি সব মিথ্যা জানিলাম অন্তরে॥ এইমতে প্রসংশা করয়ে বার২। অক্ষম প্রথক রূপে লিখিতে বিস্তার॥ বিশেষ সকল কথা শুনিলে উদ্ধব। এইরূপে রাধার মান রাখিলা মাধব॥ এখন বঞ্চনা করিমথুরাজ্যে গেছে। শূন্য বৃন্দারণ্যে রাধার দেহ মাত্রআছে প্রাণমন কৃষ্ণসহ গেছে মথুরায়। কহিতে কথা বুক বিদরিয়া যায়॥ দ্বিজ জয়রাম কহে গোবিন্দ চরণে। স্থান দান দিয়া ত্রাণ কর দীন হীনে॥

অথ উদ্ধব প্রতি বিন্দে দূতীর উক্তি।

পয়ার॥ গোপী মধ্যে বৃন্দে দূতী মুখরা প্রখরা গোবিন্দ বিচ্ছেদে খেদে হইয়া কাতরা॥ দুঃখিতে তাপিতে অতি কহে উদ্ধবেরে। কিকব অধিক আর বাক্য নটবরে॥ কঠিন যেমন ভাবে কহিলে কি হবে। সর্ব্বদা মহিতকৃষ্ণ কঠিনতা ভাবে॥ জন্ম কঠিন কর্ম্ম কঠিন কঠিন তারদয়া। মর্ম্ম কঠিন ধর্ম্ম কঠিন কঠিন দেখ কায়া॥ অঙ্গ কঠিন সঙ্গ কঠিন কঠিন হৃদয়। ভক্তি কঠিন যুক্তি কঠিন কঠিন আসয়॥ চক্ষু কঠিন কর্ণ কঠিন কঠিন নাসিকা। কি কঠিন প্রেমে মজে ছিলেন রাধিকা॥ হস্ত কঠিন আর দেখ কঠিন চরণ। গমন কঠিন শয়ন কঠিন২ ভোজন॥ বদন কঠিন সদন কঠিন২ নয়ন। সভাব কঠিন প্রভাব কঠিন২ বাহন॥ বিশেষ কৃষ্ণেরতথ্য যেনেছি নিপুন। কেবল বচন মিষ্ট এই মাত্রগুণ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের নিন্দা কর্ণে দিয়া হাত। চুপে২ উদ্ধব জপেন রাধানাথ॥ কহদেখি বৃন্দে সখি কহিলে কেমন। তুমিজান শ্রীকৃষ্ণকি কঠিন এমন॥ বিস্তা

এত সকলি শুনিব তবঠাঞি। তবেত এসব কথা সপ্রমাণ যাই ॥ বৃন্দেকন উদ্ধব শুনহ বিবরণ। আদ্যঅন্ত বিস্তারিত কহিব এখন ॥ কর্ম্ম কঠিন কহিলাম শুন তার মর্ম্ম। ত্রিজগতে তাহাহইতে কার কঠিন জন্ম ॥ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি অবতার। হইলা নৃসিংহরূপ সিংহের আকার ॥ কহদেখি উদ্ধব সুধাই তবকাছে। এহতে কঠিন জন্মআর কার আছে ॥ উদ্ধব কহেনবৃন্দে এআর কেমন কর্ম্ম কঠিন কেমন তার করিব শ্রবণ॥ বৃন্দে কহে সে কথাকি কহিব তোমারে। এমনকঠিন কর্ম্ম কে করিতে পারে ॥ কিঞ্চিৎ গোপীর পক্ষে ছিল উপাকারি। করিত যমুনা পার হইয়া কাণ্ডারি ॥ উদ্ধব কহেন বৃন্দে সে আর কেমন। কহশুনি সেই কথা করিব শ্রবণ॥ শুনি বৃন্দে বিশেষিয়ে উদ্ধবেরে কয়। জয়রাম কহে কৃষ্ণ লীলা সুধাময় ॥

অথ কৃষ্ণ কাণ্ডারি উপাখ্যান।

খর্ব্ব ত্রিপদী। যত সখিগণ; বিকির কারণ, মথুরা নগরে যাই। জানি তাহাহরি, হইল কাণ্ডরি,

লম্পট কাল কানাই॥ মাথায় পসরা; চলি হয়ে জ্বর, বড়াই লইয়া সঙ্গে ।। যমুনার ঘাটে, খেয়ারি লম্পটে, ডাকিলাম মন রঙ্গে॥ শুনওহে হরি দেহ পারকরি; শীঘ্র আনি নৌকাখান। উত্তর হইল, দিন বয়ে গেল, পারকর আগুয়ান ॥ বলে বনমালি, শুনগো গোয়ালি; কতনা পোড়েছো গোল । লয়েযাবে পারে, যাইবে বিকিরে, আগে ফুরাও মোর বোল ॥ বলে সহচরী, শুনহে খেয়ারি, কিছুনা করিও থণ্ডা। পারে লয়েযেতে, নেউটি আনিতে, পাইবে উচিত গণ্ডা ॥ গোপীর বচন; শুনিয়া তখন, হাসে প্রভু বনমালি । জয় রাম কয়, অতি রসময়; রাধা কৃষ্ণ ধামালি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। আমার সুন্দর নায়, যে আসিয়া দিবেপায়, হাসিয়া গণয়ে ষোলপণ। রাধার নিতম্বঙ্গচ; অতিগুরুতর উচ, একেলায় তারা দশজন॥ তেঞিও বলি চুক্তিকর; নহিলে কে করে পার, শুন সব বৃজগোপীগণ ।। আমার বচন ধরি, যে আছ ফুরাও কড়ি; তবেপারে করহ গমন ॥ না

য়ের পসরা তোর;নায়ে পার হবেমোর, ইহাতে পাইব আমি কি। আপনি বুঝিয়া বল; পাছে যেন নহে গোল, এই জীবিকায় আমি জী।। ত্ত মিত যবতী মায়া; ;আমিও যুবক নায়া, হাস পরিহাসে গেল দিন। ওপারে মানুষ ডাকে, খি য়া কামাই তোরপাকে, এতক্ষণ হইত খিয়াতিন ক্ষীর নবনীত দই,আগে আনকিছুখাই; পারে মোর হঙ্গ দুনাবল। দ্বিজ জয়রাম কয়,রসিক ক রুণাময়, কপটে করয়ে বাক্‌ছল।।

কানুর বচন শুনিয়া রাই। কহিছে নাগর প্রেণি ত হই।। শুনহ কানাই আমার বোল। মিছে কা জে কেন করহ গোল ।। তুমি আমি বাস একই গাঁয়। কাহার হাতেতে কেবা এড়ায়।। করিব পি রিত কেকার ভিন। গতায়াতে হবে দিন২।। এত দুরাচার ভালহে ভাল। মাথায় পসরা লাগিয়া গেল।। ঝাটকর পার জাইব বিকে। আসিতে মাগিও যামনে থাকে।। কানাই ওহে তরণী দি বস যায়। ঘরে গুরুজন বিষম দায়॥ গোপীর ক

থায় পাইয়া আশ। নৌকাতে চাপায় শ্রীনিবাস॥ লায়েতে যাইতে যতেক আড়ি। বিসচ্ছন্দ হইয়া বসিল সারি॥ রাজহংস হংস জিনিয়া শোভা। বিকচ কমল বদন লোভা॥ বসিলা শ্রীহরি কাণ্ডারি হই। গোপীরে তখন কহে কানাই॥ হের যে আমার ছোট লা। পসরা রাখিয়া কেরালবা॥ এতেক বচন শুনিয়া আহিরি। সচ্ছন্দে বসিল কেরুয়াল ধরি॥ শুনহ রসিক শ্রীকৃষ্ণ চরিত। দ্বিজ জয় রাম এ রস রচিত॥

খর্ব্ব ত্রিপদী। গুড়ি চাপী২, বৈসে যতগোপী; পসরা রাখিয়া কোলে। কানুমুখসারি, গায় গোপনারী, ধিমই২ বোলে॥ বাহে নবহরি, নাগায় কাণ্ডারি, রঙ্গে গোপীগণ সঙ্গে। সচ্ছন্দে সুতাল পড়ে কেরুয়াল, যমুনা চারু তরঙ্গে॥ অঙ্গ ভঙ্গে ঘন; বাজে ঝন২; কঙ্কন কঙ্কিনি জালে। তরন প্রবাল, গজমতি ভাল, দোলে মল্লিকার মালে বাহ২ করি; তরাকরিতরি, ঘন মারে গোড়তালি বাম করতলে; ধরি কেরুয়ালে, বদনে পূরে মুরলি

শ্রমে ঘর্ম্মমুখে, বাহে যেন সুখে, অঞ্চল উড়িছে বায়
খসিল কাঁচলি; হাসে বনমালি; জয়রাম রসগায়।
পয়ার। বৃন্দে কয় উদ্ধব কিছু করহ শ্রবণ। দয়া
কঠিন কি প্রকার কহি বিবরণ। ব্রহ্মাদি দেব যা
রে নাপায় ধেয়ানে। তাহারে কঠিন বলি এইসে
কারণে। উদ্ধব কহিছে বৃন্দে জিজ্ঞাসি তোমারে
ধর্ম্মকঠিন কিপ্রকার বলগো আমারে। বৃন্দে বলে
কর্ম্ম কঠিন বলি যে কারণ। তাহার বৃত্তান্ত কহি
শুনহ বচন॥ কালাচাদ শ্রীরাধার শিরে হাতদি
য়ে। কহিলেন তোমায় কভু ত্যজিব না প্রিয়ে॥
একারণ ধর্ম্ম কঠিন বলিহে তাহায়। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি
মে ভঙ্গি কঠিন বলাযায়॥ হৃদয় কঠিন তার বলি
একারণ। মধুপুরে গিয়া নাহি এলো কৃষ্ণধন॥
সকলি কঠিন তার কি কহিব আর। বর্ণনে নাহিক
যায় কঠিন তাহার। পুরাণে শুনেছি নাম দয়াময়
হরি। ব্রজনারী প্রাণে মারি গেল পারিহরি॥ দ
য়ার নাহিক চিহ্ননাম দয়াময়। বিপত্য কালেতে
নাহি দেন পদাশ্রয়॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সদা জলি

তেছে অঙ্গ । কি কঠিন ব্যবহার করিল ত্রিভঙ্গ ।। নিষ্ঠুর নাগর সেই হরি বনমালি । করে প্রেম তার সঙ্গে ভেবে অঙ্গকালী । কুব্জার বাক্যরূপে ভুলেছে মাধব । বাঁকায়২ ভাল মিলেছে উদ্ধব ।। করুণা বচনে বৃন্দে উদ্ধবে সুধায় । পুনকৃষ্ণ আর কি আসিবে মথুরায় ।। এতেক শুনিয়া উদ্ধব কহেন বৃন্দেরে । শুনিলে আমার বাক্য পাইবে কৃষ্ণেরে প্রবোধিয়া কিছু কাল রাখহ মনেরে । ভেবনা কৃষ্ণেরে আনি দেখাব সবারে । দ্বিজ জয়রাম বলে কৃতাঞ্জলি করে । অন্তে কঠিনতা ভাব করোনা আমারে ।।

বৃন্দাবন হইতে উদ্ধবের বিদায়।

ধুয়া । রাধে ভেবনা২ দিবা বিভাবরী । কুঞ্জে আসি মোহন বাশি বলিবে আয় কিশোরী । কৃষ্ণ আসিবে ঘুচিব দুখ মনেরে বুঝায়ে রেখ হইলে পরম সুখ বাজিবে বাঁশরী ।।

ত্রিপদী । উদ্ধব কহিছে বিন্দে, আনিদিব শ্রীগোবিন্দে; উতলার কর্ম্ম কিছু নয় । আসিবেন দয়া

ময়, কহি তোমারে নিশ্চয়; বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি হয় ।। তিলেক শ্রীবৃন্দাবন; ত্যাগ নহে কদাচন; বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ আপনি । আমি কহিনু নিশ্চয় তাঁর বাক্য মিথ্যা নয়; যারবাক্য মানে শূলপাণি যদি তুমি মনে ভাব, মিথ্যা কহিলে উদ্ধবে, তবে আমি কিকব বচন। আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস; মধুপুরে মমবাস, মিথ্যা বাক্য না জানি কখন ।। বহু উপদেশ দিয়ে, উদ্ধব বিদায় নিয়ে, রথোপরে করি আরোহণ। উঠিয়ে রথউপরে; শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করে, মধুপুর করিল গমন ।। ওরে দুরাচার মন কিঞ্চিত কর সাধন, অন্তে যাতে পাইবে নিস্তার সদা ভাব কৃষ্ণনাম, কহে দ্বিজ জয়রাম; ভবনদী হরি কর পার ।।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের সংবাদ দেন।

ধুয়া। মন রে হরিনাম বদনে বল একবার । লও রামকৃষ্ণ নাম ভবনদী হবে পার। অলশ করোনা মন সর্ব্বদা কর সাধন বিপত্যে মধুসূদন করিবে নিস্তার ।।

পয়ার ॥ উদ্ধবে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন। জিজ্ঞাসা করেন তুমি দেখিলে কেমন ॥ যশোমতীমাতা মোর আছেন কেমন। কিরূপে আছেন পিতা কহ বিবরণ ॥ উদ্ধব কহিছে কৃষ্ণ করহ শ্রবণ। দুঃখের সাগরে ভাষে বৃজবাসী গণ ॥ নন্দ যশোমতী মাতা প্রাণেমাত্র আছে। চলিতে শকতি নাঞি প্রাণে মরেপাছে। মণিহারা ফণি যেন তার অভিপ্রায়। কেবল আছয়ে প্রাণ মৃতবৎ কায়। দিবানিশি ঝুরেআঁখি তোমার কারণ ঝুরিয়ে২ অন্ধ হয়েছে নয়ন ॥ বহুমতে প্রবোধিয়ে এসেছি তাহারে। কহিয়াছি আনি দিব শ্রীকৃষ্ণ তোমারে ॥ দুঃখান্বিত হয়ে কৃষ্ণ কন উদ্ধবেরে। আরো কি দেখিলে তুমি বলহ আমারে ॥ উদ্ধব কহিছে কৃষ্ণ শুনহ বচন। যে রূপেতে আছে তব বৃজাঙ্গনাগণ। শুনহ যেরূপে আছে তব কমলিনী। অজ্ঞান অস্থির সদা যেন পাগলিনী। বৃন্দাবন ময়দেখি হাহাকাররব। সবে কেঁদে২বলে কোথায় মাধব। দগ্ধ বৃন্দাবন ধাম তোমাবিনে

হরি। সুদ্ধমাত্র প্রাণে বেচে আছে ব্রজনারী ॥ আসি বলে আশা দিয়ে মধুপুরে এলে। আশা পথ নিরখিয়ে আছে হে সকলে। ননী দধি দুগ্ধ সঙ্গে লইয়া করেতে। বলেদই কৃষ্ণ কই গেল কোনপথে। চাঁদমুখে তুলিয়া দিতেম সরননী। কোথা গেল বলেসবে বৃজের নীলমণি। দয়াময় নামধর দয়ামাত্র নাই। দেখা দেও তোম বিনে জীবন হারাই ॥ এই মত বৃন্দাবনে হাহাকার শুনি সকলে কান্দিয়া বলে কোথা নীলমনি। আঙ্গন বাঙ্গন সদা যত গোপীগণ। তুমিগিয়ে দেখাদিয়ে রাখহ জীবন ॥ নতুবা হইবে ধ্বংসতব বৃজপুরী। যমুনাতে জীবন ত্যজিবে গোপনারী ॥ বৃজপুরে দেখিলাম সবে নিরানন্দ। কেবলি যমুনা আছে হইয়া আনন্দ ॥ তাহার কারণ শুন বলি হে তোমারে। উজন বহিছে সদা নয়নের নীরে কৃষ্ণ বলেত্বরায় যাইব বৃন্দাবন। দেখিব হেবৃজপুরে কে আছে কেমন ॥ উদ্ধব করেন, চিন্তা কহি সারোদ্ধার। বৃন্দাবনে যাওয়া আমার হইয়া

ছে ভার। নাহি জানি ভক্তি স্তুতি আমি হে অজ্ঞান। অন্তে দ্বিজ জয়রামে কর পরিত্রাণ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের খেদ।

পয়ার। যা কহিলে সখা তুমি সব আমি জানি বৃন্দাবনে রাইরাজা বৃন্দ সনাতনী। যখন ছিলেন রাধা গোলক ধামেতে। আমিহ ছিলেম তথা রাধার অগ্রেতে।। রাধারূপা সেইখানে ছিলেন কিশোরী। কৃতাঞ্জলি হয়েআমি তথা আজ্ঞাকারী।। ভক্তবৎসল আমি ভকতের প্রাণ। ভকতের বাঞ্ছা সিদ্ধি নাম ভগবান।। সাঁপছিল ছিদেমের রাধার উপর। হইবেন কৃষ্ণছাড শতেক বৎসর।। জন্মিলেন সেইহেতু ভূমণ্ডলে প্যারি। নিরাশেষ ব্রজপুরে কহেন মুরারি।। শ্রীমুখে এতেক বাণী কহেন মাধবে। শুনিয়া উদ্ধব কিছু কহেন যাদবে।। কহিতে২ কথা আচম্বিতে হরি। অমনি ঢলিয়া পড়ে অবনী উপরি। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে নাহি বাক। মূর্চ্ছাপন্ন জ্ঞান শূন্য সকলে অবাক।। কিহলে২ বলি করে আর্ত্তনাদ। সভা

শুদ্ধ ব্যাগ্র হয়ে ডাকে জগন্নাথ ॥ শুনহে অখিল পতি এমন প্রকার। কিজন্যে হইলে বল অজ্ঞান আকার ॥ উদ্ধব সুবুদ্ধি বড় মনে বিচারিয়া। কর্ণমূলে রাধানাম অর্পলেন গিয়া ॥ মহামন্ত্র প্রভাবেতে শ্রীহরি তখন। জ্ঞান পায়ে সুস্থ হয়ে কহেন কথন ॥ শুনহে উদ্ধব আমি কহিযে তোমারে। কমলিনী মনে হলে মৃত ইচ্ছা করে। ব থা ধন জন মোর সর্ব্ব অকারণ। বৃথা রাজ্য বৃথা জায়ে কিকরি এখন ॥ মনেহলে রাইরাজ প্রজা হতে চাই। নতুব নয়ন মুদে শ্রীরাধা ধিয়াই ॥ রাধারূপ দিবানিশি হৃদেতে ভাবিয়া। রাধাজপ রাধাতপ মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ প্রাণসখা বলিহে তোমার সারোদ্ধার কমলিনী বিনে মোর সব অন্ধকার ॥ যদি বলে এখানে এরাজ্য কি কারণ। রোগীর ঔষধ মত আমার ধারণ॥ নাকরিলে হিদেমের বাক্য হয় নাশ। সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে রাখি ভক্তের মানস শুনিয়া উদ্ধব তথা অধোমুখ হয়। ইদ্ধব সংবাদ গ্রন্থ জয়রাম কয় ॥ সমাপ্তঃ।